



শ্রেণি - ৯ম

বিষয়ঃ সাইল অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

তারিখঃ ১৫-০৮-২০২০

পরিবারে সালামের চর্চা বাড়াবে সৌহার্দ্য ও সমমর্মিতা

সামাজিক পরিমণ্ডলে, কর্মক্ষেত্রে, রাস্তাঘাটে কারো সাথে দেখা হলে আমরা প্রথমত সালাম দেই। সাধারণভাবে কুশল বিনিময় শুরুই হয় সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। ‘আসসালামু আলাইকুম’ কথাটির অর্থ হলো, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু পারস্পরিক সুখ-শান্তি-সামান্য কামনার এ শুভচর্চা আমাদের পরিবারগুলোতে কতটা হয়? পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সালাম বিনিময় হতে পারে একটি সুন্দর পারিবারিক সংস্কৃতি।

আবহমান কাল ধরে প্রাচ্যের, বিশেষত আমাদের একটি বড় গর্বের বিষয় আমাদের পরিবার। স্থূল ভোগবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসনে পড়ে পাশ্চাত্যের পরিবারগুলো বহুকাল ধরেই বিপর্যস্ত। যার ফলাফল ওদের আজকের ক্রমবর্ধমান সামাজিক জটিলতা, হিংস্র অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি আর স্নায়বিক-মানসিক অসুস্থতা। যে কারণে পাশ্চাত্যের পরিবারগুলো আজ সত্যিকার অর্থেই ভাঙনের মুখে। এ অসহনীয় দূরত্ব দূর করতে চাই সমমর্মিতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ-যা সৃষ্টি হতে পারে, বহমান ও অটুট থাকতে পারে প্রতিদিন পারস্পরিক কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে। আর আমরা এর সূচনা ঘটাতে পারি পরিবারে সালাম আদানপ্রদানের অভ্যাসটি গড়ে তোলার মাধ্যমে।

সুসম্পর্ক গড়ে তোলার একটি শক্ত ভিত্তি হতে পারে পরিবারে সালাম বিনিময়। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে, ঘর থেকে বেরোনোর আগে, ঘরে ফিরে আগে নিজে সালাম দিন। বড়দের দেখাদেখি ধীরে ধীরে পরিবারের ছোটরাও এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। কারণ সব ভালো কথারই শুভ প্রভাব আছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিদিন হাসিমুখে এই নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবারগুলোতে সূচিত হবে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ার, নিতনতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার- এর সবই জীবনে প্রয়োজন; কিন্তু আমরা যেন পশ্চিমা স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেই। আমাদের শান্তির উৎস আমাদের পরিবার। তাই পারিবারিক সম্পর্কগুলোকে যেন কোনোভাবে গুরুত্বহীন মনে না করি। পরিবারে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়াটা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে কোনো চ্যালেঞ্জ বা কোনো প্রতিকূলতাই শেষপর্যন্ত কোনো সমস্যা নয়।

পরিবারে সালাম চর্চা বাড়ায় শান্তি, সুখ ও সমর্মিতা। দেখুন, কী চর্চা করলে কী বাড়বে এর উত্তর আছে এ বাক্যটিতে। যে সালাম মানে শান্তি কামনার চর্চা করুন, তাহলে শান্তি বাড়বে। ল' স অফ ন্যাচারাল রিটার্ন বা প্রকৃতির প্রতিদান বলে আমরা যা বুঝি, তার মূল কথাও এটি। আমরা যা দেবো, তা-ই অন্ততপক্ষে আমাদের কাছে ফিরে আসবে, তারচেয়ে বেশিগুণেও আসতে পারে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে একটিই যে, আমাদেরকে আগে দিতে হবে এবং যা চাই তা-ই আগে দিতে হবে। শান্তি যেহেতু সবাই চাই, তাই শান্তির কথা নিজের মুখ থেকে বারে বারে বলতে হবে, অন্যের শান্তি কামনা করতে হবে। তাহলেই আমার নিজের কাছে ছুটে আসবে শান্তি! এজন্যেই সবাইকে আগে সালাম দিতে হবে।

এসাইনমেন্ট

ক) এখন কথা হচ্ছে যে, সালাম কে কাকে আগে দেবো? যিনি আগে দেবেন, তিনি এগিয়ে থাকবেন পুণ্যের দিক থেকে। সেই তিনি বয়সে যত বড় বা ছোট হোন না কেন। আর তা না হলে কী হবে তা বুঝতে একটি গল্প বলি। যদিও গল্পটি ছোটদের, তারপরও এর শিক্ষাটি ছোট-বড় সবার জন্য।

এক জঙ্গলে ছিল অনেক টিয়া। তারা খোঁজ করছিল বাসা বানানো যায় এমন একটা উঁচু গাছের। ঘুরতে ঘুরতে তারা পেয়েও গেল। বাসা বানালো একটা উঁচু ডালে। কিন্তু একদিন টিয়েদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ যে সে সবাইকে ডাকল। বলল, দেখো তোমরা সুখে দিন কাটাচ্ছে এটা ঠিক। কিন্তু এই সুখ কতদিন থাকবে তা নিয়ে আমি চিন্তিত। প্রবীণ টিয়া বলল, সেটা সময় হলেই জানতে পারবে। আমি তোমাদের বলব না। শুধু বলছি তুলে ফেলো সময় থাকতেই। তা না হলে দুঃখ আছে। একদিন এক শিকারি এলো গাছটির নিচে। উপরে টিয়ের ছানাদের দেখতে পেয়ে তার হলো লোভ। কীভাবে ছানাদের ধরবে ভাবতে ভাবতে সে দেখল সেই আগাছা যা এখন শক্ত দড়ির মতো হয়েছে। খুশিমনে দড়ি বেয়ে উঠে সে সব ছানাকে ভরে ফেলল ব্যাগে। আর আদরের ছানাগুলোকে হারিয়ে টিয়েদের মাঝে শুরু হলো কান্নার রোল। তাদের সব শান্তি সেদিন থেকে চলে গেল। আর প্রবীণ টিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখল।

গল্পের প্রবীণ টিয়া যদি নিজে আগাছা সরানোর কাজটি শুরু করে দিতেন, তাহলে বাকিরাও তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসত। এতে নিশ্চয়ই কাজটি হয়ে যেত। কিন্তু তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন নি বলে কাজটিও গুরুত্ব পায় নি।

প্রশ্নঃ গল্পের শিক্ষাটি মনে রাখতে পারলে জীবনে সংযোগায়ন হতে পারে অনেক কিছু। সেটি হলো-শুরু করা। কাউকে না কাউকে। আর আসলে তাকেই শুরু করতে হয় যিনি সে কাজের গুরুত্ব বোঝেন। এজন্যেই আমরা নিজেরা আগে সালাম দিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে চাই। কারও সাথে দেখা হলে আগে সালাম দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

খ) পরিবারে সালাম চর্চা বাড়ায় শান্তি, সুখ ও সমমর্মিতা। পরিবারকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ হতে দরকার সমমর্মিতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ। আর এ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, বহমান ও অটুট থাকতে পারে প্রতিদিন পারস্পরিক কল্যাণকামনার মধ্য দিয়ে। পরিবারে সালাম আদান-প্রদানের চর্চার অভ্যাসের মধ্য দিয়েই হতে পারে সবচেয়ে বড় কল্যাণকামনা।

প্রশ্নঃ পরিবারের বন্ধনকে অটুট রাখতে এবং পারস্পরিক সমমর্মিতা বাড়াতে সালাম চর্চার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সালাম কীভাবে পরিবারের পারস্পরিক সমমর্মিতা ও আন্তরিকতা বাড়াতে সহযোগীতা করে ব্যাখ্যা কর।

গ) একজন ভালো শিক্ষার্থীর মাপকাঠি শুধু ভালো রেজাল্ট এর মাধ্যমে পরিমাপ হয়ে থাকে না। তার প্রয়োজন মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী একজন মানুষ হিসেবে বিবেচিত হওয়া। যার মধ্যে সকল ধরনের মানবীয় গুণাবলী রয়েছে তিনি সকলের পছন্দের শীর্ষে থাকেন। মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম গুণাবলী হচ্ছে সালাম প্রদর্শন করা ও সালামের চর্চা করা।

প্রশ্নঃ একজন আদর্শ শিক্ষার্থী ও অনন্য ব্যক্তিত্ব গঠনে সালাম বিনিময়ের গুরুত্ব পয়েন্ট আকারে লিখ।

******আগামী (২০-০৮-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে******

Subject Teacher : Junayed Hossain Chowdhury

Email: junayedtishad@gmail.com